গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
শাখা নং - ৮

পরিপত্র

নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৬৮৬

তারিখ ঃ ২৩/৫/১৩০২ বাং
৭/৯/৯৫ খ্রীঃ।

বিষয় ঃ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের নীতিমালা ।

উল্লিখিত বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ৭ই মার্চ, ১৯৯৫ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/৪৬/৮৪/১২৫ মূলে জারীকৃত নীতিমালার সুষ্ঠু ও দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী প্রদান করিলেন ঃ

বন্দোবস্ত কেস নিষ্পত্তির সময়সীমা

১। সকল আবেদনপত্র জেলা প্রশাসকের নিকট সরাসরি দাখিল করিতে হইবে।

২। জেলা প্রশাসক তাহার অফিসের বন্দোবস্তের আবেদন প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে উহার উপর প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণপূর্বক তাহা উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিবেন।

৩। বিভাগীয় কমিশনার তাঁহার অফিসে জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে কেস রেকর্ড প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে বন্দোবস্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তি করিবেন এবং ভূমি সংস্কার বোর্ডকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অবহিত করিবেন ।

৪। জেলা প্রশাসকের নিকট হইতে কেস রেকর্ড প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সমাপ্ত করিবে ।

বন্দোবস্ত কেসের সঙ্গে প্রেরিতব্য আবশ্যকীয় তথ্যাদি

১। অনুমোদনের জন্য প্রেরিতব্য প্রত্যেকটি বন্দোবস্ত কেসে জেলা প্রশাসক একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ দিবেন ।

২। সার-সংক্ষেপের সঙ্গে সকল প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদিসহ প্রস্তাবিত জমির চতুর্দিকের কম বেশী ৫০০ গজ ব্যাসার্ধের অন্তর্ভুক্ত স্থানের একটি ট্রেস ম্যাপ সংযোজন করিতে হইবে ।

৩। প্রস্তাবিত দাগ/দাগসমূহের জমিকে রঙিন কালি দিয়ে চিহ্নিত করিতে হইবে ।

৪। ট্রেস ম্যাপভুক্ত সকল দাগের জমির বর্তমান শ্রেণী, বর্তমান ব্যবহার ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করিতে হইবে ।

৫। একই জমির উপর আবেদন থাকিলে জেলা প্রশাসক সবগুলি আবেদনপত্র একসঙ্গে পরীক্ষা করিয়া তাহার মতামতসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন ।

৬। জমির মূল্য নির্ধারণের বিষয়ে বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম চালু থাকিবে । বাজার দর নির্ধারণ কালে প্রস্তাবিত জমির সংলগ্ন এলাকায় অনুরূপ ভূমি বিগত ১২ মাসে ক্রয়-বিক্রয় না হইয়া থাকিলে পার্শ্ববর্তী মৌজার একই শ্রেণীর জমির ১২ মাসের গড় বাজার দরের ভিত্তিতে জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে । তাহা পাওয়া না গেলে ঐ জেলার অনুরূপ জমির ১২ মাসের ক্রয়-বিক্রয় মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া প্রস্তাবিত জমির মূল্য নির্ধারণ করিতে হইবে। যদি তাহাও পাওয়া না যায় তবে বন্দোবস্ত কেসটি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিতে হইবে।

৭। নীতিমালা ৩.০ অনুচ্ছেদের (খ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তের আবেদনে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় সরকার সংস্থার (ইউনিয়ন পরিষদ /পৌরসভা) নিকট হইতে ছাড়পত্র নিতে হইবে ।

৮। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদের (গ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান নীতিমালার ব্যত্যয় না ঘটাইয়া বন্দোবস্ত প্রস্তাব দিতে হইবে ।

৯। নীতিমালায় ৩.০ অনুচ্ছেদের (চ) উপ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বহুতল-বিশিষ্ট ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের ক্ষেত্রে ভবনের প্ল্যান, সভ্জা-পরিকল্পনা, বিনিয়োগ পরিকল্পনা, ব্যাংকের নিকট হইতে সলভেন্সি সার্টিফিকেট ও সমবায় রেজিষ্ট্রিকরণের কাগজ-পত্র দিতে হইবে এবং স্থানটি যদি কোন বিধিবদ্ধ সংস্থার সন্নিকটে অবস্থিত হয় তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনাপত্তি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

১০। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদে (ঞ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শহর এলাকার বাহিরে শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় জমির তিন-চতুর্থাংশের মালিকানা তাঁহার আছে ইহার সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কাগজপত্র দিতে হইবে এবং প্রকল্পের সময়সীমা উল্লেখ করিতে হইবে ।

১১। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদের (ঝ) উপ- অনুচ্ছেদে বর্ণিত পুনঃগ্রহণের মাধ্যমে খাস করা পূর্বে অধিগ্রহণকৃত জমির বন্দোবস্তের আবেদনকারীকে উক্ত জমিতে তাহার বৈধ মালিকানার সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল করিতে হইবে ।

১২। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদে (ঞ) উপ- অনুচ্ছেদে বর্ণিত মেট্রোপলিটন এলাকা ও জেলা শহরের বাহিরে গবাদি-পশুখামার বা দুগ্ধখামার ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারীকে সংশ্লিষ্ট জেলা কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রকল্পের

সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন ও জমির উপযুক্ততার প্রত্যায়নপত্র এবং ব্যাংকের নিকট হইতে সলভেন্সি সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে ।

১৩। নীতিমালার ৩০ অনুচ্ছেদে (ট) উপ- অনুচ্ছেদ বর্ণিত মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য সরকারী খাস পুকুর বা বহু জলমহাল দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের আবেদনপত্রের সঙ্গে রেজিষ্ট্রার, কো-অপারেটিভ্স/জয়েন্ট ষ্টক কোম্পানীর রেজিষ্ট্রেশন দাখিল করিতে হইবে । ইহা সম্ভব না হইলে ন্যূনপক্ষে রেজিষ্ট্রারের অনাপত্তি সার্টিফিকেট জমা দিতে হইবে ।

১৪। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদের (ঠ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শিল্পকারখানা স্থাপনের জন্য জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ ইনভেষ্টমেন্ট সিডিউল, ব্যাংকের নিকট হইতে সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং প্রকল্পের সময়সীমা আবেদনপত্রের সংগে সংযুক্ত করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক মানের হোটেল/মোটেল স্থাপনের জন্য জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্তাদি ছাড়া যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাড়পত্র/সুপারিশ দাখিল করিতে হইবে এবং প্রকল্পটি ১৯৯৪ এর আওতায় রোজিষ্ট্রেশন করিতে হইবে ।

১৫। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদেও (ড) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত কারখানা ও বাড়ি সংলগ্ন খাসজমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে পাবলিক ইজমেন্ট বাধাগ্রস্ত হইবে না এই মর্মে নিশ্চিত করিতে হইবে ।

১৬। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদের (ঢ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বহুতল-বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণের জন্য জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রের সংগে ভবনের প্ল্যান, বিনিয়োগকৃতব্য মূলধনের পরিমাণ, অর্থের উৎস, সমবায়ের কাগজপত্রাদি, যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি সার্টিফিকেট এবং সমবায়ের শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালনের অঙ্গীকারনামা দাখিল করিতে হইবে ।

১৭। নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদেও (ত) উপ-অনুচ্ছেদে (i) (ii) ও (iii) দফায় বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বন্দোবস্তের প্রস্তাবের সঙ্গে প্রকল্পের বিনিয়োগকৃতব্য মূলধনের পরিমাণ ও অর্থের উৎস, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা রিপোর্ট, ব্যাংকের নিকট হইতে সলভেন্সি সার্টিফিকেট এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে চাষের জন্য প্রার্থিত জমির উপযুক্ততার সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে । তাহা ছাড়া, বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে ফুলের চাষ করার জন্য রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর সার্টিফিকেটও দাখিল করিতে হইবে।

১৮। নীতিমালার ৩.০ অনচ্ছেদ (ধ) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে আবেদনপত্রে এই মর্মে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে হলফনামা দিতে হইবে যে বন্দোবস্তকৃতব্য জমির প্রকৃতি কোন প্রকারেই পরিবর্তন করা যাইবে না ।

১৯। (১) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গবাদি-পশু খামার, দুগ্ধ খামার, হাঁস-মুরগীর খামার, ধর্মীয় উপাসনালয়, এতিমখানা, কবরস্থান ও শ্মশান ঘাট স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তের মেয়াদ সাধারণতঃ ৯৯ বৎসর হইবে ।

(২) ফুলের চাষ, ফলের বাগান ও রাবার চাষ করার নিমিত্তে ৩৫ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে ।

(৩) আন্তর্জাতিক মানের হোটেল/মোটেল, বহুতল-বিশিষ্ট আবাসিক ভবন, শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য বন্দোবস্তের মেয়াদ ৯৯ বৎসর হইবে ।

(৪) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মৎস্য খামার স্থাপনের জন্য সরকারী খাস পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল নীতিমালার ৩.০ অনুচ্ছেদের (ট) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে ১০ বৎসরের-জন্য দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে । তবে যে সকল খাস পুকুর বা বদ্ধ জলমহাল স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইজারা দেওয়া হয় নাই অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধানে নাই সে সকল পুকুর বা জলমহাল এই নীতিমালার আওতায় বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে ।

(৫) অনান্য ক্ষেত্রে বন্দোবস্তের মেয়াদ সাধারণভাবে ১৫ বৎসর হইবে ।

অন্যান্য নির্দেশাবলী

১। অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের আবেদন প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিল করিতে হইবে ।

২। বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য বন্দোবস্তের কেস রেকর্ড জেলা প্রশাসক সরাসরি ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রেরণ করিবেন।

৩। কেস রেকর্ডের একটি করিয়া কপি জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে আলাদাভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে ।

৪। জেলা প্রশাসক যে সকল কেস রেকর্ড বিভাগীয় কমিশনারের নিকট অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন উহাদের অনুলিপি ভূমি সংস্কার বোর্ডেও প্রেরণ করিবেন।

৫। সকল অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত বন্দোবস্ত কেসের একটি অনুলিপি ভূমি সংস্কার বোর্ডে সংরক্ষণের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদনের ১৪ দিনের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

৬। আবেদনকারী তাহার আবেদনপত্রের সহিত একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট/নোটারী পাবলিকের নিকট হইতে তাহার আবেদনে বর্ণিত তথ্যাবলীর সত্যতা সম্পর্কে একটি হলফনামা দাখিল করিবেন ।

৭। আবেদনকারী তাহার আবেদনপত্রে এই মর্মে প্রত্যয়ন করিবেন যে, তিনি যে উদ্দেশ্যে জমি বন্দোবস্ত প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিয়াছেন শুধুমাত্র সেই উদ্দেশ্যেই তিনি তাহা ব্যবহার করিবেন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে জমির শ্রেণী পরিবর্তন করিবেন না ।

৮। যে কোন বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জেলা প্রশাসক প্রস্তাবটি যথাযথভাবে মূল্যায়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত জমি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার সুষ্ঠু সুপারিশ লিপিবদ্ধ করিবেন ।

৯। জেলা প্রশাসক প্রতি মাসের ৭ তারিখের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ছকে পূর্ববর্তী মাসের অকৃষি খাসজমির বন্দোবস্ত কেস নিষ্পত্তির একটি বিবরণ ভূমি সংস্কার বোর্ডে নিয়মিত ভাবে প্রদান করিবেন ঃ

(৪)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

(অধিশাখা-৮)

www.minland.gov.bd

স্মারক নং- ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/১১৪/২০০৪-১৬৯(৬১) তারিখ : ১০/০৩/২০০৪ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রস্তাবে জনগণের ব্যবহার্য জমি সংক্রান্ত সনদ প্রদান প্রসঙ্গে।

ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খাস খতিয়ানে রেকর্ডভূক্ত জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রনালী, পুকুর, বাধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ, ভূমি প্রশাসনের স্থানীয় দপ্তরের এলাকাধীন জমি ও বন বিভাগের সংরক্ষিত বন ভূমির জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের জন্য মন্ত্রণালয়ে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হচ্ছে।

২। অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা/১৯৯৫ এর ৩.০ (দ) অনুচ্ছেদে 'এ জাতীয় ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় আসিবেনা'। উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও কোন কোন জেলা হতে এ ধরণের জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।

৩। এখন থেকে প্রতিটি অকৃষি খাস জমি দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্ত প্রস্তাবের সার-সংক্ষেপ ও অগ্রগামী পত্রে এ মর্মে উল্লেখ করতে হবে যে, প্রস্তাবিত জমি জনগণের ব্যবহার্য রাস্তা, ঘাট, নদী, খাল, নালা, পয়ঃপ্রনালী, পুকুর, বাধ, কবরস্থান, শ্মশান, পার্ক, খেলার মাঠ, ভূমি প্রশাসনের স্থানীয় দপ্তরের এলাকাধীন জমি ও বন বিভাগের সংরক্ষিত বনভূমির জমি নয়।

৪। জনগণের ব্যবহার্য অকৃষি খাস জমির প্রাকৃতিক কারণ ব্যতীত শ্রেণী পরিবর্তন না করার জন্য এবং এ সকল জমির দীর্ঘ মেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(শাহ মোঃ ইমদাদুল হক)
সিনিয়র সহকারী সচিব

প্রাপক ঃ জেলা প্রশাসক (সকল)
(৩টি পার্বত্য জেলা ব্যতীত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ভূমি মন্ত্রণালয়

খাসজমি শাখা-২

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০৯০.১২- ৬৪ তারিখঃ ১১/০৭/২০১২ খ্রিঃ

বিষয়ঃ অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা ১৯৯৫ এর আলোকে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, অকৃষি খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তের জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত প্রস্তাবে প্রায়শঃই খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালার আলোকে পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি বিশেষ করে স্বয়ং সম্পূর্ণ সার-সংক্ষেপ, প্রস্তাবিত নীতিমালার নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ (ধারা), প্রস্তাবিত ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি, জমির শ্রেণী সংক্রান্ত তথ্য, স্কেচ ম্যাপ (ভিন্ন কালিতে), জমির বাজার মূল্য, লে-আউট প্ল্যান, ৫০০ গজের মধ্যে জমির ব্যবহারের তালিকা, জমির ন্যূনতম চাহিদাপত্র, পাবলিক ইজমেন্ট সংক্রান্ত প্রত্যয়ন, জমির ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা প্রত্যয়নপত্র, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পত্র, সরেজমিন তদন্ত প্রতিবেদন, জেলা প্রশাসকের মতামত, আর্থিক সংগতি, হলফনামা, ইত্যাদি যথাযথভাবে সন্নিবেশিত করা হয় না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিধি বহির্ভূতভাবে চরাঞ্চলের ভূমি জরিপ সম্পন্ন না করেই প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। উপরিউক্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ও কাগজপত্রাদি না থাকার কারণে প্রস্তাবগুলো অনুমোদনের ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়।

২। আরো লক্ষ্য করা যায় যে, নদী, খাল, বিল, পুকুর, ডোবা, হালট, গোপাট, খেলারমাঠ, রাস্তা ইত্যাদি জমির শ্রেণি পরিবর্তন করে বন্দোবস্ত প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অথচ জন সাধারণের ব্যবহার্য এ ধরনের ভূমির শ্রেণি পরিবর্তন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত রয়েছে। সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেও এ ধরণের জমির শ্রেণি পরিবর্তন না করার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

৩। এমতাবস্থায়, অকৃষি খাসজমি দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্ত প্রস্তাব দ্রুত অনুমোদনের স্বার্থে অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫ এবং এ সংক্রান্ত জারীকৃত অন্যান্য নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণপূর্বক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ মজিবর রহমান)
উপসচিব (খাসজমি)
ফোনঃ ৯৫৪০০৪৮

জেলা প্রশাসক,
..... (সকল)।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপিঃ

স্মারক নং-৩১.০০.০০০০.০৪১.৪১.০৯০.১২- ৬৪/১(১১) তারিখঃ ১১/০৭/২০১২ খ্রিঃ

১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/রাজশাহী/রংপুর/বরিশাল/সিলেট।
২। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। প্রোগ্রামার, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। তাকে পত্রটি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণের ই-মেইল প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

স্বাঃ/-
(মোঃ মজিবর রহমান)
উপসচিব (খাসজমি)।

১২

শরীয়তপুর সদর সাব রেজস্ট্রী অফিসের ২০১৪ ইং সনের ১লা জানুয়ারী হইতে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত রেজিস্ট্রীকৃত মৌজা ওয়ারী প্রতি শতাংশ শ্রেণী ভিত্তিক গড় মূল্য নির্ণয় তালিকা যাহা ২০১৫ ইং সনের জন্য প্রযোজ্য

সত্যায়িত

সদর সাব-রেজিষ্ট্রার
শরীয়তপুর।
২৭/৭/১৫

২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৮।

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/ ১৩৫/২০১১/ ১৪১৪

তারিখ ঃ ২৬/ ১০/২০১১ খ্রিঃ।
১১কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

বিষয় ঃ অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রস্তাবের সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সংযুক্ত প্রসংগে।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানান যাচ্ছে যে, গত ৯/ ১০/২০১১ তারিখে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)গণদের নিয়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-

"অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদের জন্য কি ডকুমেন্ট বিশেষভাবে প্রয়োজন তার চেকলিষ্ট প্রস্তুতপূর্বক তদানুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসকদের পত্র প্রেরণ।"

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রস্তাবের সাথে আবশ্যিকভাবে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সন্নিবেশিত করে প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

(ক) সুপারিশসহ জেলা প্রশাসকের অগ্রায়ন পত্র।
(খ) জেলা প্রশাসকের স্বাক্ষরে বিস্তারিত উল্লেখপূর্বক সার-সংক্ষেপ।
(গ) সেলামী পরিশোধে সক্ষম কিনা।
(ঘ) প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে লে-আউট প্ল্যান।
(ঙ) নীতিমালার সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ।
(চ) সরকারি সংস্থার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র।
(ছ) জমির ন্যূনতম চাহিদার ভিত্তিতে প্রস্তাব প্রেরণ।
(জ) প্রস্তাবিত জমি সরকারের ভবিষ্যতে প্রয়োজন হবে কিনা মর্মে প্রত্যয়নপত্র।
(ঝ) প্রতীকী মূল্য হলে তার যথাযথ কারণ ও প্রতীকী মূল্য উল্লেখ করতে হবে।
(ঞ) প্রস্তাবিত জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হলে পাবলিক ইজমেন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হবে কিনা।
(ট) প্রস্তাবিত জমি বন্দোবস্তযোগ্য কিনা এবং রেজিষ্ট্রার ৮, পার্ট-২ এর অন্তর্ভূক্ত কিনা।
(ঠ) প্রস্তাবিত জমির রেকর্ডীয় অবস্থাসহ স্কেচম্যাপ।
(ড) কোন মামলা আছে কিনা।
(ঢ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব) এর তদন্ত প্রতিবেদন।

(এ,কে,এম,শামসুল আরেফীন)
উপসচিব
টেলিফোন নং-৭১৬৬৬৩৯।

জেলা প্রশাসক (সকল)

নং ভূঃমঃ/শা-৮/খাজব/ ১৩৫/২০১১/ ১৪১৪/ ১১

তারিখঃ ২৬/ ১০/২০১১ খ্রিঃ।
১১কার্তিক, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ-

১-৭। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/সিলেট/রাজশাহী/খুলনা/বরিশাল/রংপুর।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়,- বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৯। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১০। সচিবের একান্ত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সিনিয়র সহকারী সচিব, শাখা-৪, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(এ,কে,এম,শামসুল আরেফীন)
উপসচিব
টেলিফোন নং-৭১৬৬৬৩৯।